পরগণা, রাঁচি, হাজারিবাগ ও সিংভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব। টুসু শস্য উৎপাদন পরবর্তী কৃষি উৎসব বা Post-harvest festival।

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে টুসুর প্রতিষ্ঠা হয়। সমগ্র পৌষমাস ধরে সন্ধ্যাবেলায় চলে পূজা-অনুষ্ঠান ও সংগীত। এই শস্য উৎসবে ধানের খোসা অর্থাৎ তুষ একটা বড় উপকরণ। অধিকাংশ গবেষক তাই মনে করেন, তুষ থেকে তুষু ব্রত এবং আঞ্চলিক উচ্চারণে টুসু হয়ে দাঁড়িয়েছে। টুসুর খলা ঘরের মধ্যে কিংবা উঠানের তুলসীতলায় পাতা হয়। টুসু খলায় থাকে গোবর, দূর্বা, কড়ি, আলোচাল, সর্ষে ও মূলোফুল, গাঁদা, আকন্দ, সিঁদুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপকরণ। টুসুগানের উপকরণের মধ্যে অনুকৃত যাদু বা Imitative magic-এর সঙ্গে উর্বরতা শক্তির মিল রয়েছে।

পৌষ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় টুসু খলার সামনে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং বন্দনাগান গাওয়া হয়। একটি গানে দেবী টুসুর আরাধনা করা হয়েছে—

'উঠ উঠ উঠ টুসু—
ঘুমায় উঠ্ করাইতে আইসেছি
আমরা যেসব সঙ্গীসাথি
তোমার পূজায় বইসেছি।'

টুসু গানের সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো রঙ্ অংশ। রঙ্ অংশের গানগুলি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচিত ও গীত হয়। লোকসাহিত্যের ভাষায় একে ইম্প্রমচু (Impromptu) বলা হয়। এই পর্বের গানে সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ঘটনার সমালোচনা করা হয়। সমালোচনার মধ্যে সমাজের একটা ছবি ফুটে ওঠে। একটি গানে সমাজের নিষ্ঠুর বরপণপ্রথার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—

'এত দাবি দিব কি করি
আমি অল্প টাকার মাস্টারি
বিশ হাজার টাকার মোটর সাইকেল
আর হাতেতে ঘড়ি।'

প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে নিরপরাধীকে কখনও কখনও শাস্তি ভোগ করতে হয়। একটি টুসু গানে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে—

'বিনা দোষে দিহ্ না জেলখানা।
আধার রাতে কালো শাড়ি গো
জোছ্না রাতে পরো না।'

অন্য একটি টুসু গানে সতীন কলহের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

'একটি সিকায় দুটি হাঁড়ি
সে কি ঠকাইর লাগে নাই

একটি লোকের দুটি বহু
সে কী ঝগড়া করে নাই।'

এইভাবে টুসুগানের রঙ্ অংশে লোকায়ত সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

১.৬.৩. ঝুমুর

সীমান্ত বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে ঝুমুরের স্থান সর্বাগ্রে। তাই বলা যায়, সীমান্ত বাংলার প্রাণ ঝুমুর গান। ঝুমুর নৃত্য আশ্রিত গান। মানভূম, ধলভূম, বাংলা ঝুমুর গানের জন্মভূমি। বাগদি, বেহারা, বাগাল, ভূমিজ, ভূইঞা, মাহাতো, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝুমুরগানের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে ঝুমুর সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঝুমুর সঙ্গীতে আদি রসের বাহুল্য থাকবে। দ্রাক্ষাজাত সুরার ন্যায় মাধুর্য ও মৃদুতা থাকবে। তবে সব ঝুমুরগানে আদিরস থাকে না। ঝুমুর ব্যতিক্রমী লোকসঙ্গীত, যেখানে অধিকাংশ ঝুমুর রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। বাউল গানেও অবশ্য গীতিকারের নাম থাকে।

মাদল ঝুমুর গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। মাদল ছাড়া ঝুমুরগান হয় না। মাদল ছাড়াও হারমোনিয়াম, বাঁশি, ঢোল, ধাম্‌সার মত উচ্চগ্রাম-এর বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে সানাই-এর সুর মিশে একটা উষ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ঝুমুরকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা—(i) দাঁড় ঝুমুর; (ii) টাঁড় ঝুমুর; (iii) নাচনি নাচের ঝুমুর; (iv) কাঠি নাচের ঝুমুর; (v) ভাদুরিয়া ঝুমুর। এছাড়াও রাধা-কৃষ্ণ প্রেম, লৌকিক প্রেম, পুরাণ, সমাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ঝুমুর গান রচিত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক একটি ঝুমুর গানে কৃষ্ণের বাঁশি চুরির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

'একদা কদমের তলে কৃষ্ণ ঘুমালো বলে
বাঁশিটি তো নিয়ে গেল চোরে।'

লৌকিক প্রেম-বিষয়ক একটি ঝুমুর গানে জলের ঘাটে এক তরুণীকে দেখে ভিনদেশি এক যুবক বলে ওঠে—

'শুকনা গাছেতে ফুটেছে ফুল
বঁধু কেমনে তুলিব ডালিমের ফুল।'

ভিনদেশি যুবকের উদ্দেশ্যে তরুণীটি বলে ওঠে—

'আম গাছে আম নাই ঢিল কেন ছুঁড়ছ হে।
তোমার দেশের আমি নহি—আঁখি কেন ঠার হে।'

লৌকিক প্রেমাশ্রিত ঝুমুর গান, এভাবেই ক্রমশ আদিরসাত্মক হয়ে ওঠে। ঝুমুর গানের বিষয় ক্রমশঃই পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই কারণেই ঝুমুর গান, প্রেম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের সংযুক্তি লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যই গতিশীল লোকসংস্কৃতির প্রবহমান স্রোতকেই ইঙ্গিত করে।